178524 - জবাই করার আগে কোরবানির পশু মারা গেলে কি হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: এ বছর ইসলামি সংস্থার পরিচালনাধীন মসজিদের মাধ্যমে আমি কোরবানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অন্য ছয়জনের সাথে আমি একটি গরুর ভাগে অংশীদার হয়েছি। ইসলামি সংস্থাকে ২০০০ পাউন্ড মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তারা কোরবানির পশু ক্রয় করেছেন। ৫ জন, ৬ জন বা ৭ জনের জোটবদ্ধ গ্রুপের সদস্য সংখ্যা অনুপাতে তারা প্রত্যেক গ্রুপের জন্য কোরবানির পশু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু, ঈদের দিন ফজরের এক ঘণ্টা পূর্বে আমার কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট গরুটি মারা গেছে। আমি কোন অর্থ ফেরত পাইনি। কেননা আমি কোরবানির পশু ক্রয় করেছি। কেনার পর ফজরের পূর্বে পশুটি মারা গেছে। আমি অন্য একটি কোরবানির পশু সন্ধান করে শেষে ১০০০ পাউন্ড দিয়ে একটি ভেড়া জবাই করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে; প্রথমত: এমতাবস্থায় কি করা সঠিক ওয়াজিব ছিল। দ্বিতীয়ত: এ ধরণের বঞ্চনার শিকার হওয়া কি আমার গুনাহের প্রতিফল?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

১। কেউ যদি কোন একটি পশুকে কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট করেন, এরপর কোন অবহেলা না করা সত্ত্বেও সে পশুটি মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে (৯/৩৫৩) বলেন:

"যদি কোন অবহেলা ব্যতিরেকে তার হাত থেকে কোরবানির পশুটি ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা চুরি হয়ে যায় কিংবা হারিয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেননা পশুটি তার হাতে আমানত। যদি তার অবহেলা না থাকে সেক্ষেত্রে গচ্ছিত-রাখা সম্পদের মত তাকে এটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না"।[সমাপ্ত] [আরও দেখুন: মিরদাওয়ি এর 'আল-ইনসাফ' (৪/৭১)]

২। যদি সে ব্যক্তি নিজে এটাকে ধ্বংস করে থাকে কিংবা অন্য কেউ ধ্বংস করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি ধ্বংসের কারণ সে এর মূল্য কিংবা সমমানের পশু ক্ষতিপূরণ দিবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) 'আল-মুগনি' গ্রন্থে (৯/৩৫২) বলেন:

“যদি কউে কোন ওয়াজবি কোরবানরি পশু ধ্বংস করে তাহলে তাকে মূল্য জরমিানা দতিে হবে। কনেনা পশু এমন শ্রণেীর যটোর মূল্য-অনুমানযোগ্য। যদেনি পশুটকিে ধ্বংস করছেে সইে দনিরে মূল্য ধর্তব্য হবে”।

এ বষিয়টি যখন পরষ্কিার হল: সুতরাং আপনার উপর কোন কছিু আবশ্যক নয়। কনেনা আপনি নজিে কোরবানরি পশুটি ধ্বংস করনেনি এবং এটরি সংরক্ষণে কোন অবহলো করনেনি।

পরবর্তীতে আপনি কোরবানরি নয়িতে যে ভড়ো জবাই করছেনে সটো ভাল করছেনে। আপনি ইনশাআল্লাহ্ এর জন্য সওয়াব পাবনে। কন্িতু, আপনার উপর মরে যাওয়া পশুর বদলে অন্য কোন পশু জবাই করা আবশ্যক ছলি না। কন্িতু আপনি যহেতেু করইে ফলেছেনে সটেি নফল এবং আপনার পক্ষ থকেে অতরিক্িত সওয়াবরে কাজ হয়ছে,ে ইনশাআল্লাহ্।

আপনার কোরবানরি পশু মরে যাওয়া এমন কছিু নর্িদশে করছে না য,ে আপনি বঞ্চতি কংিবা এটা আল্লাহ্র পক্ষ থকেে আপনার জন্য কোন শাস্তি। বরং কে জানে হতে পারে এটি আপনার জন্য পরীক্ষা; যে পরীক্ষার জন্য আপনি সওয়াব পাবনে। নকে কাজ করার জন্য আপনি আগে যে চষ্েটা করছেনে এর সাথে যোগে হয়ছেে আল্লাহ্র নর্িধারতি তাকদরি অনুযায়ী আপনি মরে যাওয়া পশুটরি বদলে অন্য একটি পশু কোরবানি করছেনে। আল্লাহ্র চাহে তো এ আমলগুলো আপনার অতরিক্িত নকেরি কাজ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে:

“কোন মানুষ যদি সুদৃঢ় সংকল্পরে সাথে তার সাধ্যে যা কছিু করার ক্ষমতা রয়ছেে তা করে তাহলে শরয়িতরে দৃষ্টতিে সে ব্যক্তি পরপিূর্ণ কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তরি সমান: পরপিূর্ণ কার্য সম্পাদনকারীর সওয়াব কংিবা শাস্তি সে ব্যক্তি পাবে; এমনকি যা তার সাধ্যরে বাইরে এর জন্যওে সে ব্যক্তি সওয়াব কংিবা শাস্তি পাবে। উদাহরণস্বরূপ নকে কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগতিাকারী ব্যক্তবির্গ”।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৭২২-৭২৩), আরও জানতে দখেুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২৩৬)]

আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যনে আপনার পক্ষ থকেে এবং সকল মুসলমানরে পক্ষ থকেে কবুল করে ননে।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।